মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম/আ ন ম আমিনুর রহমান

বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষা বিস্তারের নতুন মাধ্যম

বিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে এ পৃথিবীর জনসংখ্যা। কিন্তু জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে সে হারে বাড়ছে না এই জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। প্রচলিত শ্রেণীকক্ষের মুখোমুখি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণকে শিক্ষিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পৃথিবীতে দিন দিন নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের ১৯৯২ সালের এক হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০০০ সাল নাগাদ বিশ্বে শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে ৯২০ মিলিয়ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীতে প্রতি তিন বছরে জ্ঞানের পরিধি দ্বিগুণ হচ্ছে। ফলে আজ আমরা যা শিখছি অল্প ক'বছরের ব্যবধানেই তা হয়ে পড়ছে সেকেলে। কাজেই পরিবর্তিত বিশ্বে নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে জীবনব্যাপী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এসব নানামুখী সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কোন কোন প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার নিজেদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উন্মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থান দিয়েছে। শুরু হয়েছে দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য তৈরি করছে নতুন নতুন শিক্ষামূলক প্রযুক্তি বা এডুকেশনাল টেকনোলজি। বিশিষ্ট শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ ডঃ এন, ভেঙ্কটাইয়া (১৯৯৬)-এর মতে, "শিক্ষাদান ও শিখনের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষাদান, শিখন ও শিখনের শর্তসমূহের সুসংগঠিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগকে এডুকেশনাল টেকনোলজি বলে।" বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য একমুখী ও দ্বিমুখী এডুকেশনাল টেকনোলজি প্রচলিত রয়েছে। এডুকেশনাল টেলিভিশন বা ইটিভি (ETV) এগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী ও দক্ষ এডুকেশনাল টেকনোলজি। যে টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপের উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কারিকুলামভিত্তিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তা এডুকেশনাল টেলিভিশন বা ইটিভি নামে পরিচিত। অন্য কথায়, ইটিভি হলো কোনো সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত যে কোনো টেলিভিশন (টেলিভিশন চ্যানেল) যার মধ্যে নির্দেশনা ও সম্প্রদায়গত উভয় ধরনের টিভি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকে। শ্রবণ-দর্শন (audio-visual) মাধ্যমের মধ্যে 'ইটিভি' একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী এডুকেশনাল টেকনোলজি হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টেলিভিশন এমনই একটি কার্যকরী গণমাধ্যম যার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা থেকে শুরু করে যে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ সত্যটি প্রমাণিত হওয়ায় তারা নিরক্ষরতা

শিক্ষা বিস্তারে এডুকেশনাল টেলিভিশন

ছবি ঃ শিহাব উদ্দিন

দূরীকরণসহ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি প্রোগ্রামে টেলিভিশনকে নিবিড়ভাবে ব্যবহার করছে। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এক বা একাধিক ইটিভি চ্যানেল চালু রয়েছে। টিভিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একমাত্র চীনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৯টি টিভি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশব্যাপী ৩০,০০০ স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে এক মিলিয়নের অধিক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করছে। জাপানে 'The University of the air' নিজস্ব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশব্যাপী ছাত্রদের জন্য দৈনিক ১৮ ঘন্টা কারিকুলামভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করে।

ইটিভির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তারা ETV কমিশন গঠন করেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক টিভি প্রায় ৬৪,০০০ শিক্ষা প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ২৯ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী এবং দেড় মিলিয়ন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান করে আসছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বমোট ৩৭৫টিরও বেশি ইটিভি স্টেশন চালু রয়েছে যা সেদেশের মোট টিভি স্টেশনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ইতিমধ্যে NASA স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারেকটিভ টিভি চালু করেছে। শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মতে, ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া শিখন প্রচলিত শ্রেণীকক্ষ শিখনের চেয়ে ৩০-৫০% বেশি গতিশীল ও কার্যকরী।

যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রতিবেশি ভারতেও ইটিভির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ভারতে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ ভিকরাম সারাভাই-এর প্রস্তাব অনুসারে অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে স্যাটেলাইট ইনস্ট্রাকশনাল টেলিভিশন একসপেরিমেন্ট বা SITE প্রজেক্ট চালু হয়। সে প্রজেক্টের আশানুরূপ সাফল্যের ফলে ১৯৮৪ সালে সেদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ১৯৯২ সাল থেকে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (IGNOU) শিক্ষা প্রোগ্রামভিত্তিক টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। পরবর্তীতে সেদেশে সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল টেকনোলজি (CIET) এবং স্টেট ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল টেকনোলজি জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা ৪-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষায় কালিকুলামভিত্তিক শিক্ষা প্রোগ্রাম প্রচারের উদ্যোগ নেয়। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন GRAMSAT নামক একটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আধা মিলিয়নের বেশি গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, আধুনিক চাষাবাদ কৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচারের বিশাল এক প্রকল্প প্রস্তাব করেছে যার মাধ্যমে শুধু একমুখী নির্দেশনাই প্রদান করা হবে না বরং দর্শকের সঙ্গে ইন্টারেক্ট (interect) করার ব্যবস্থা থাকবে।

বহির্বিশ্বের এ চিত্রের সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্য অনেক। ১৯৬৪ সালে এদেশে সর্বপ্রথম টিভির প্রচলন হয়। যখন ভারতে টেলিভিশন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ভারত থেকে আমরা কতটা পিছিয়ে তা সহজেই অনুমেয়। টিভির মাধ্যমে আমরা এদেশের জনগণকে তেমন একটা শিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। এদেশে টেলিভিশনে আজ পর্যন্ত আমরা রাজনৈতিক ও বিনোদনমূলক (?) অনুষ্ঠানের বাইরে খুব কমই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পেয়েছি। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম কারিকুলামভিত্তিক ইটিভি প্রোগ্রাম অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য প্রচার শুরু হয়। এ পর্যন্ত বিটিভি পিল্লাইর নাইট স্কুল, বয়স্ক শিক্ষা, মাটি ও মানুষ, অন্বেষা, স্কুল পর্যায়ে কোচিং প্রভৃতি কিছু প্রোগ্রাম প্রচার করেছে। এগুলো নিঃসন্দেহে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

বাউবি'র জন্য বর্তমান সরকার দৈনিক সময়কাল ২৫ থেকে ৪০ মি-এ উন্নীত করেছেন যা প্রশংসার দাবি রাখে। শোনা যাচ্ছে শিগগিরই নতুন একটি চ্যানেল চালু হবে। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ইটিভির সাফল্য বিবেচনা করে এদেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয়ভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও বিভিন্ন এডুকেশনাল টেকনোলজির সফল ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশনাল টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অন্যথায়, আসন্ন একবিংশ শতাব্দীতে 'নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য' এ দুটো অভিশাপ নিয়ে প্রবেশ কতটুকু সন্মানজনক হবে তা এখনই ভাবতে হবে বৈকি।

07 AUG 1997